আজকাল কতকগুলি যৌগিক পদ্ধতি অনুশীলন করে নাস্তিকেরা ভগবান হওয়ার চেষ্টা করছে। এই নাস্তিক প্রচেষ্টাটি আজকাল একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। নাস্তিকেরা তাদের জল্পনা-কল্পনা অথবা যৌগিক সিদ্ধির প্রভাবে নিজেদের ভগবান বলে দাবী করছে। কৃষ্ণ কিন্তু সেরকম ভগবান নন। কতকগুলি যৌগিক প্রক্রিয়া প্রণয়ন করে তিনি ভগবান হননি, অথবা ধ্যানের প্রক্রিয়া প্রণয়ন করে তিনি ভগবান হননি, অথবা তপস্যা করে ভগবান হননি। যথাযথভাবে বলতে গেলে তাঁকে ভগবান হতে হয় না কেননা সর্ব অবস্থাতেই তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান।

-শ্রীল প্রভুপাদ

পরমেশ্বর ভগবান

শ্রীকৃষ্ণ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম

দক্ষিণ চরণ

১. যবশষ্য
২. চক্র
৩. ছত্র
৪. উর্দ্ধরেখা
৫. পদ্ম
৬. ধ্বজ
৭. অঙ্কুশ
৮. বজ্র
৯. অষ্টভূজ
১০. স্বস্তিকা
১১. জম্বুফল

বাম চরণ

১২. শঙ্খ
১৩. সমকেন্দ্রিক বৃত্ত
১৪. ধনু
১৫. গো-খুর
১৬. ত্রিভূজ
১৭. অর্ধচন্দ্র
১৮. মীন
১৯. পুর্ণকুম্ভ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য
কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী
প্রভুপাদের সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে

উৎসর্গিত

হল।

প্রকাশক ঃ
ইস্‌কন বাংলাদেশের পক্ষে
শ্রী চারুচন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী

ভাষান্তর ও সহযোগিতায় ঃ
শ্রীশ্রী হরেকৃষ্ণ নামহট্ট - ইস্‌কন ভক্তিবৃক্ষ, চট্টগ্রাম
bhaktivrikshactg@yahoo.com

প্রকাশকাল ঃ
প্রথম সংস্করণ-১০,০০০ কপি (শ্রীশ্রী রথযাত্রা-২০১০)
দ্বিতীয় সংস্করণ-৫,০০০ কপি (শ্রীশ্রী রাধাষ্টমী-২০১০)
তৃতীয় সংস্করণ- ১০,০০০ কপি (শ্রীশ্রী গৌর পূর্ণিমা-২০১১)
চতুর্থ সংস্করণ- ৫,০০০ কপি
(শ্রীশ্রী পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি আবির্ভাব তিথি-২০১২)

মুদ্রণে ঃ সপ্তর্ষী গ্রাফিক্স ইন্
জি.এ.ভবন, ইউনিট # ৫ (২য় তলা)
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। ০১৮১২-০৯৯৩৬৩
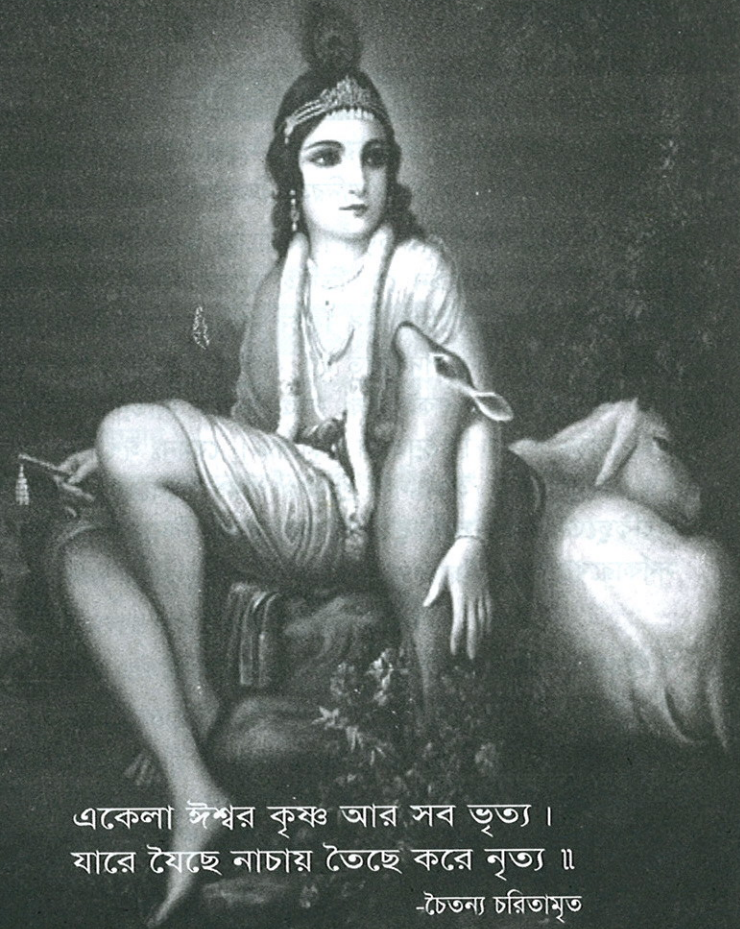
শ্রীকৃষ্ণের গুণাবলী

সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং-ব্রহ্ম মহদযোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥

শাশ্বত শ্রীমদভগবদ্‌গীতার চতুর্দশ অধ্যায়ের ৪নং শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঘোষণা করেছেন যে, তিনিই হচ্ছেন সকল সত্ত্বার বীজ প্রদানকারী পিতা। তিনিই সব কিছুর মূল। মুক্তার ঔজ্জ্বল্যতার কাছে যেমন সব কিছু পদদলিত হয়, তেমনি তাঁর কাছেও সবকিছু নতি স্বীকার করে। একই কৃষ্ণ সমগ্র জগতে বিভিন্ন সংস্কৃতিতে এবং বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্নভাবে প্রকাশিত। যেমনঃ ঈশ্বর, আল্লাহ, বুদ্ধ, বিষ্ণু, রাম ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন, "আমাই সবকিছুতে এবং সবকিছুই আমার মধ্যে বিদ্যমান। আমিই সর্বকারণের কারণ।"

শ্রীকৃষ্ণ কে?

* শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, পরমব্রহ্ম।
* শ্রীকৃষ্ণই সকল সত্ত্বার উৎস।
* শ্রীকৃষ্ণই আদি, মধ্য এবং অন্ত।
* শ্রীকৃষ্ণই অজাত, অজম্।
* যা হয়েছিল, যা হচ্ছে অথবা যা হবে, কৃষ্ণই এসবের কারণ।
* শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণ, পুর্ণম।

শ্রীকৃষ্ণ এত আকর্ষণীয় কেন?

কারণ শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে নিম্নোক্ত ষড়ৈশ্বর্য অসীম মাত্রায় বিরাজমান।

* সকল ঐশ্বর্য
* সকল শ্রী
* সকল বীর্য
* সকল জ্ঞান
* সকল যশ
* সকল বৈরাগ্য

শ্রীকৃষ্ণ কোথায় থাকেন?

* সীমাহীন চিৎ জগতের গোলোক বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বিরাজমান।
* গোলোক বৃন্দাবন বেষ্টনকারী অন্তহীন চিৎ জগতের বৈকুণ্ঠধামে কৃষ্ণ চতুর্ভুজরূপী নারায়নরূপে বিরাজমান।
* কৃষ্ণ মহাবিষ্ণুরূপে নিজেকে বিস্তার করেন এবং এই সীমাবদ্ধ জড় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন।
* কৃষ্ণ প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ডে গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে প্রবেশ করেন এবং সেগুলোকে পরিচালনা করেন।
* কৃষ্ণ প্রতিটি জীবসত্ত্বা, জড়বস্তু, সক্রিয় কিংবা নিস্ক্রীয় শরীরে ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুরূপে প্রবেশ করেন এবং তাদের প্রতিপালন করেন।

শ্রীকৃষ্ণ কখন আবির্ভূত হন?

যখন এবং যেখানে ধর্মীয় অনুশাসনের অধঃপতন ঘটে এবং অধর্মের অভ্যুত্থান ঘটে, ঠিক তখনি সাধুদের পরিত্রান করার জন্য এবং দুস্কৃতিকারীদের বিনাশ করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মার জীবনকালের একদিনে একবার বা প্রতি ৮৬০ কোটি বছর পর পৃথিবীতে একবার আবির্ভূত হন।

শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন নাম এবং তাদের অর্থ

* **কৃষ্ণ**-ভগবানের সমস্ত আকর্ষণীয় রূপের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ।
* **পার্থসারথী**-অর্জুনের রথের সারথী।
* **বাসুদেব**-বসুদেবের পুত্র।
* **দেবকীনন্দন**-মাতা দেবকীর পুত্র।
* **নন্দনন্দন**-নন্দ মহারাজের পুত্র।
* **যশোদানন্দন**-মা যশোদার পুত্র।
* **মধুসূদন**-মধু নামক দৈত্য সংহারকারী।
* **নারায়ন**-সকল জীবসত্ত্বার আশ্রয়।
* **গোবিন্দ**-সকল গাভী এবং ইন্দ্রিয়ের আনন্দ প্রদানকারী।
* **কেশব**-কেশী নামক দৈত্য সংহারকারী।
* **মাধব**-সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর স্বামী।
* **জনার্দন**-সকল জীবসত্ত্বার পালনকারী।

* **লক্ষ্মীপতি** -লক্ষ্মী দেবীর পতি।
* **হৃষীকেশ**-সকল ইন্দ্রিয়ের প্রভু।
* **মুকুন্দ**-মুক্তিদাতা।
* **দামোদর**-যাঁর উদর রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ হয়েছিল।
* **হরি**-যিনি দুঃখ হরণ করেন।
* **অচ্যুত**-যিনি কখনো বিচ্যুত হন না।
* **অজিত**-অপরাজেয়।
* **যোগেশ্বর**-অলৌকিক শক্তির অধীশ্বর।
* **শ্রীপতি**-সৌভাগ্যদেবী লক্ষ্মীর পতি।
* **জগৎপতি**-প্রকাশিত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর।
* **যদুনন্দন**-যদুবংশের পুত্র।
* **ব্রহ্মণ্যদেব**-তিনি সকল ব্রাহ্মণ কর্তৃক পূজিত হন।
* **জননিবাস**-তিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন।
* **বামন অবতার**- যিনি রাজা বলিকে শিক্ষা দিয়েছিলেন।
* **ত্রিনয়ন**-ত্রিভুবন দ্রষ্টা।
* **সঙ্কর্ষণ**- সকল জীবের পরম আশ্রয় এবং আকর্ষণকারী।

শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত গুণাবলীসমূহ

* কখনো দূষিত হন না।
* কখনো দেহত্যাগ করেন না।
* কখনো বৃদ্ধ হন না।

* কখনো রোগগ্রস্থ হন না।
* কখনো ক্ষুধার্ত/তৃষ্ণার্ত হন না।
* কখনো নীতিহীন হন না। তাঁর সকল পদক্ষেপই সঠিক।
* কখনো পরিবর্তিত হন না। তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত অটল।

শ্রীকৃষ্ণের প্রধান দশ অবতার কাঁরা?

* **মৎস্য অবতার :** বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়কালে মৎস্য অবতার সকল জীব প্রজাতির তরণীটিকে নিরাপদে চালনার মাধ্যমে তাদের রক্ষা করেছিলেন।
* **কূর্ম অবতার :** যখন দেবতা এবং অসুরগণ সমুদ্র মন্থনের সময় বাসুকী নাগের দুপ্রান্ত বলপূর্বক টানাটানি করছিলেন, তখন কুর্ম অবতার তাঁর পৃষ্ঠে সেই পর্বতকে ধারণ করেছিলেন এবং সমতা রক্ষা করেছিলেন।
* **বরাহ অবতার :** দৈত্য হিরণ্যাক্ষ কর্তৃক এই পৃথিবী গ্রহটি স্থানান্তরিত হওয়ার পর বরাহ অবতারই একে স্বস্থানে পুনঃ স্থাপনের মাধ্যমে রক্ষা করেছিলেন।
* **নৃসিংহ অবতার :** দৈত্যরূপী পিতা হিরণ্যকশিপুর নিষ্ঠুর কবল থেকে অর্ধ-নর, অর্ধ-সিংহরূপী অবতার তাঁর প্রিয় ভক্ত প্রহ্লাদকে রক্ষা করেছিলেন।
* **বামন অবতার :** এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে বামন অবতার তিনটি

পদক্ষেপের মাধ্যমে দখল করে রাজা বলিকে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

* **পরশুরাম অবতার :** একুশবার পৃথিবীর অসুররূপী অত্যাচারী রাজাদের পরশুরাম সংহার করেছিলেন।
* **রাম অবতার :** রাজা রাম তাঁর পত্নীহরণকারী রাক্ষসরাজ রাবণকে বধ করেছিলেন।
* **শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং :** শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্বরূপে এই ধরাধামে লীলাবিলাস করেছিলেন এবং দুস্কৃতিকারীদের থেকে এই পৃথিবীকে রক্ষা করেছিলেন।
* **বুদ্ধ অবতার :** ভগবান বুদ্ধ মানুষ এবং পশু হত্যার মত দূষণ হতে বৈদিক সংস্কৃতিকে রক্ষা করেছিলেন।
* **কল্কি অবতার :** কলিযুগের শেষ পর্যায়ে কল্কি অবতার অসুর প্রবৃত্তির লোকদের নিধনে আবির্ভূত হবেন।

শ্রীকৃষ্ণ কাকে কি শিক্ষা দিয়েছিলেন?

শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্‌গীতার বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলেন :

* লক্ষ লক্ষ বছর পূর্বে সূর্যদেব বিবস্বানকে তিনি এই জ্ঞান দান করেছিলেন।
* সূর্যদেব ২০ লক্ষ বৎসর পূর্বে মনুষ্য প্রজাতির পিতা মনুকে তা শিক্ষা দেন। মনু ইক্ষাকুকে শিক্ষা দেন, যিনি তখনকার দিনে এই পৃথিবীর রাজা ছিলেন।

* ৫,১০০ বছর পূর্বে তাঁর সখা অর্জুনকে।

শ্রীকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ প্রকাশ কে?

শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ হচ্ছেন বলদেব।

বলদেবের চতুর্ভুজরূপী প্রকাশগণ হচ্ছেনঃ

* বাসুদেব (আত্মা) * সংকর্ষণ (অহংকার)

* প্রদ্যুম্ন (মন) * অনিরুদ্ধ (বুদ্ধি)

সংকর্ষণ নারায়নরূপে প্রকাশিত হন।

নারায়ণের চতুর্ভূজরূপী প্রকাশগণ হলেন ঃ

* বাসুদেব (আত্ম) * সংকর্ষণ (অহংকার)

* প্রদ্যুম্ন (মন) * অনিরুদ্ধ (বুদ্ধি)
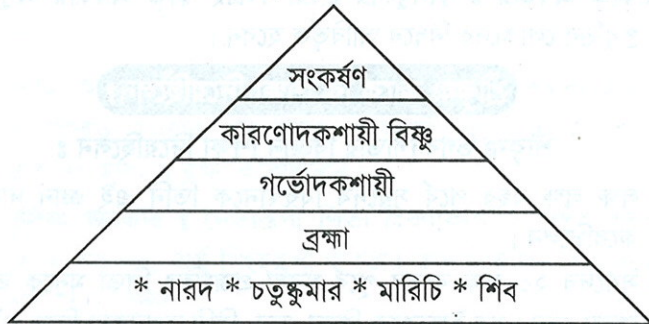
শ্রীকৃষ্ণ যা কিছুর আধার

* সত্য-সৎ * জ্ঞান-চিৎ

* হর্ষ-আনন্দ * ব্যক্তিত্ব- বিগ্রহ

শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বিষ্ণুরূপে ধারণ করেন

শঙ্খ-যে শঙ্খ বাজানো হয় * **চক্র**-উজ্জ্বল চাকি

গদা-লাঠি জাতীয় * **কমল** - পদ্ম ফুল

পৃথিবীতে শ্রীকৃষ্ণ বয়সানুযায়ী লীলাসমূহ

* এক মাস বয়সে তিনি পুতনা বধ করেছিলেন।
* তিন মাস বয়সে তিনি শকটাসুর বধ করেছিলেন।
* এক বছর বয়সে তিনি তৃণাবর্তাসুর বধ করেছিলেন।
* দুই বছর বয়সে তিনি বৎসাসুর বধ করেছিলেন।
* চার বছর বয়সে তিনি বকাসুর বধ করেছিলেন।
* পাঁচ বছর বয়সে তিনি অঘাসুর বধ করেছিলেন।
* ছয় বছর বয়সে তিনি ধেনুকাসুর বধ করেছিলেন।
* সাত বছর বয়সে তিনি গিরিগোবর্ধন ধারণ করেছিলেন।
* আট বছর বয়সে তিনি রাসলীলা প্রদর্শন করেছিলেন।
* বার বছর বয়সে তিনি কংসকে বধ করেছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ কখন শেষবার এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং তাঁর কার্যকলাপ কি ছিল?

* কৃষ্ণ পাঁচ হাজার বছর পূর্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন।
* কৃষ্ণ যদুবংশে আবির্ভূত হয়েছিলেন।
* কৃষ্ণ দেবকী ও বসুদেবের পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন।
* কৃষ্ণ মথুরায় আবির্ভূত হয়েছিলেন।
* কৃষ্ণ, মাতা যশোদা এবং নন্দ মহারাজ কর্তৃক লালিত-পালিত হয়েছিলেন।
* কৃষ্ণ বৃন্দাবনে তাঁর বাল্য লীলা প্রদর্শন করেছিলেন।
* কৃষ্ণ মথুরায় তাঁর যৌবন লীলা বিলাস করেছিলেন।
* কৃষ্ণ ১৬, ১০৮ জন মহিষী গ্রহণ করেছিলেন।
* কৃষ্ণের ১,৬১,০৮০ জন সন্তান ছিলো।
* কৃষ্ণ ভোজ, বৃষ্ণি এবং অন্ধক রাজবংশ রাজত্ব করেছিলেন।
* কৃষ্ণ পান্ডবদের রাজত্ব পুনরুদ্ধারে সাহায্য করেছিলেন, যেটা পাশা খেলায় কৌরব পক্ষ প্রবঞ্চনা করে দখল করেছিলেন।
* কৃষ্ণ এই ধরাধামে ১২৫ বছর অবস্থান করেছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণকে কিভাবে চেনা যায়?

* কৃষ্ণের পাদপদ্মে ১৯টি শুভ চিহ্ন রয়েছে।
* কৃষ্ণ তাঁর সুমধুর বাঁশি বাজান।
* কৃষ্ণ তাঁর বাম পদটি দ্বারা দেহের ভারসাম্য রক্ষা করেন এবং

বাকি ডান পদটি সামনে রাখেন।
* কৃষ্ণের আঁখি গোলাপের পাঁপড়ির মতো।
* কৃষ্ণ সর্বদা নব যৌবন সম্পন্ন।
* কৃষ্ণের গাত্রবর্ণ হচ্ছে নব বর্ষার ঘন মেঘের ন্যায়-ঈষৎ নীল, ঈষৎ কাল।
* কৃষ্ণ তাঁর মুকুটে ময়ূর পুচ্ছ ধারণ করেন।
* কৃষ্ণের বুকে শ্রীবৎস প্রতীক রয়েছে।
* কৃষ্ণের গ্রীবাদেশের চারিদিকে কৌস্তব মণি ধারণ করে থাকেন।
* কৃষ্ণ বৈজয়ন্তি মালা পরিহিত থাকেন, যা গ্রীবা হতে হাঁটু পর্যন্ত বিস্তৃত।
* কৃষ্ণ পীতবস্ত্র পরিধান করেন।

শ্রীকৃষ্ণ অসুরদের সংহার করেছিলেন

* **পুতনা-** কৃষ্ণকে স্তনের দুধ পান করানোর ফলে তাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়েছিল।
* **তৃণাবর্ত-** ঘূর্ণিবাতাসের মত এসে কৃষ্ণকে চুরি করতে চেয়েছিল।
* **বৎসাসুর-** গোবৎস রূপে কৃষ্ণকে হত্যা করতে চেয়েছিল।
* **বকাসুর-** একটি বৃহদাকার অদ্ভুত পক্ষীরূপে এসে কৃষ্ণকে গলাধকরণ করতে এসেছিলেন।
* **ধেনুকাসুর-** গাধারূপে কৃষ্ণকে লাথি মারতে এসেছিলেন।
* **শকটাসুর-** গরুর গাড়ি রূপে কৃষ্ণকে নিধন করতে এসেছিলেন।

* **শঙ্খাসুর-** একধনী ব্যক্তি রূপে গোপীদের হরণ করতে এসেছিলেন।
* **অরিষ্টাসুর-** বৃহৎ ষাঁড়রূপে কৃষ্ণকে হত্যা করতে এসেছিল।
* **কেশীদানব-** অশ্বরূপে কৃষ্ণকে পদাঘাত করে হত্যা করতে এসেছিল।
* **ভৌমাসুর-** আকাশ অসুর হিসেবে রাখাল বালকদের হরণ করতে এসেছিলেন।
* **কুবলয়াপীড়-** কংস কুবলয়াপীর নামক হস্তী দ্বারা কৃষ্ণ এবং বলরামকে হত্যা করতে চেয়েছিল।
* **চাণূর, মুষ্টিক, শল, কুত, তোশাল-** মুষ্টিযুদ্ধে কৃষ্ণ এবং বলরামকে নিধন করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরা সকলেই কৃষ্ণ বলরাম কর্তৃক নিধন হয়েছিল।
* **কংস-** কৃষ্ণের জাগতিক মামা কৃষ্ণ এবং বলরামকে বিভিন্ন প্রকারে হত্যা করতে চেয়েছিল।
* **পাঞ্চজন্য-** শঙ্খের রূপ ধারণ করে সান্দিপনী মুনির পুত্রকে গ্রাস করে হত্যা করেছিলেন।
* **শতধন্বা-** সামন্ত্যক মনি হরণ করেছিলেন এবং রাজা সত্যজিৎকে হত্যা করেছিলেন।
* **মুর-** পঞ্চমস্তক দৈত্য, যে তাঁর ত্রিশূলের দ্বারা কৃষ্ণকে আঘাত করতে চেয়েছিল।
* **নরকাসুর-** ১৬, ০০০ মহিষীকে অপহরণ করেছিলন।
* **বানাসুর-** শতহস্ত বিশিষ্ট দৈত্য, যে অনিরুদ্ধকে বন্দী করেছিল

এবং পরাজিত হয়ে যার ৯৯টি হাত কাটা পড়েছিল।
* **পৌন্ড্রক-** বসুদেবের সাথে প্রতারণাকারী।
* **কাশীরাজ-** পৌন্ড্রকের বন্ধু এবং কৃষ্ণকে আক্রমণ করেছিল।
* **সুদক্ষিণ-** কৃষ্ণকে হত্যা করা জন্য দক্ষিণাজী নামক এক দৈত্যকে সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু কৃষ্ণের কৌশলতা হেতু সে নিজেই দৈত্যটি দ্বারা নিহত হয়েছিল।
* **শিশুপাল-** রাজসূয় যজ্ঞে কৃষ্ণকে অপমান করেছিল এবং তাঁর শততম অপমানের পর কৃষ্ণ তাঁর সুদর্শন চক্র দ্বারা তাঁর মস্তক ছিন্ন করেছিলেন।
* **শাল্ব-** সৌভ অধিপতি সাতাশ দিনব্যাপী তাঁর উড়ন্ত বিমান দ্বারা দ্বারকা আক্রমণ করেছিল।
* **দন্তবক্র-** করুষের অধিপতি।
* **বিদূরথ-** কৃষ্ণের সুদর্শন চক্র দ্বারা তাঁর মস্তক ছিন্ন করা হয়েছিল।
* **বৃকাসুর** (ভস্মাসুর)- দেবাদিদেব শিবকে হত্যা করতে চেয়েছিল এবং কৃষ্ণ একজন সুমেধাসম্পন্ন এবং মনোহর ব্রাহ্মণ বালকের বেশে অভিনয়ের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে তাকে হত্যা করেছিল।

শ্রীকৃষ্ণ কি কি অদ্ভুত লীলা প্রদর্শন করেছিলেন

* সাতদিনব্যাপী গোবর্ধন পর্বত তাঁর কনিষ্ঠাঙ্গুলের উপর ধারণ করেছিলেন।

* ব্রহ্মা যখন গো-বৎসদের অপহরণ করেন, তখন তিনি সকল গোবৎস এবং গোপবালকদের রূপধারণ করেছিলেন।
* নলকূবের এবং মণিগ্রীবকে উদ্ধার করেছিলেন, যারা অভিশপ্ত হয়ে বৃক্ষরূপ দেহ প্রাপ্ত হয়েছিলেন।
* দৈত্যাকার কালীয়নাগকে পরাভূত করেছিলেন।
* বনের দাবানল গ্রাস করেছিলেন।
* বরুণদেবের কবল থেকে নন্দ মহারাজকে উদ্ধার করেছিলেন।
* বিদ্যাধর মোক্ষণ, যিনি সর্পরূপে এসে নন্দ মহারাজকে দংশন করতে চেয়েছিলেন।
* তাঁর কাকা অক্রুরকে যমুনায় বিষ্ণুলোক দর্শন করান।
* একজন দর্জিকে তাঁর সেবার জন্য তাঁকে সারুপ্য মুক্তির আশীর্বাদ প্রদান করেছিলেন।
* একজন পুষ্প বিক্রেতাকে তাঁর দুইটি পুষ্পমাল্যের জন্য তাঁকে নিত্য ভগবৎ সেবার আশীর্বাদ প্রদান করেছিলেন।
* একজন কুব্জা নারীকে তাঁর চন্দন বাটার জন্য একজন পরমাসুন্দরীতে পরিণত করেছিলেন।
* ধনুর্যজ্ঞে কৃষ্ণ যখন কংসের ধনুটিকে জ্যা স্থাপন করে আকর্ষণ করলেন, তখন তা দুইটি খন্ডে ভেঙ্গে গেল।
* মৃত্যুর অধিকর্তা যমরাজকে মৃত্যুচক্র ফিরিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে গুরুপুত্রের জীবন ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

* সতের বার জরাসন্ধ এবং তাঁর অনুচরদের পরাজিত করেছিলেন।
* যুদ্ধের সময় কালযবনকে পরোক্ষভাবে হত্যা করেছিলেন।
* একটি ৮৮ মাইল দীর্ঘ সু-উচ্চ পর্বত চূড়া হতে আগুন থেকে বাঁচার জন্য লাফ দিয়েছিলেন।
* মুচুকুন্দ তাঁর গভীর ঘুমন্ত অবস্থা থেকে উদ্ধার লাভ করেন এবং ভক্তিমূলক সেবার জন্য আশির্বাদ প্রাপ্ত হন।
* সাম্ব যখন প্রদ্যুম্ন নামের দশ দিনের কৃষ্ণের শিশু পুত্রকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে নদীতে ছুঁড়ে মারেন, তখন কৃষ্ণ তাঁকে রক্ষা করেন।
* ক্লান্তিহীনভাবে আটাশ দিন ব্যাপী যুদ্ধশেষে কৃষ্ণ গরিলাদিপতি জাম্ববানকে পরাজিত করেছিলেন।
* কৃষ্ণ ১৬, ১০৮ নারীকে বিবাহ করেন এবং তাঁদেরকে অর্থনৈতিক, নৈতিক এবং পারমার্থিক শক্তি দান করেছিলেন।
* তিনি ১৬,১০৮ কৃষ্ণরূপে বিস্তৃত হয়ে একই সময়ে সকলের সাথে সময় অতিবাহিত করেছিলেন।
* শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্ত্রী সত্যভামার প্রীতার্থে দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাভূত করেন এবং স্বর্গের পারিজাত পুষ্প বৃক্ষ পৃথিবীতে নিয়ে এসেছিলেন।
* নৃগরাজকে স্পর্শের মাধ্যমে তাঁর গিরগিটি রূপ থেকে উদ্ধার করেছিলেন।

দেবতাদের রাজসভা সুধর্মাকে দ্বারকায় এনেছিলেন।

* উত্তরা যখন অশ্বত্থামা কর্তৃক ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল, তখন তাঁর গর্ভের পরীক্ষিত মহারাজকে রক্ষা করেছিলেন।
* মহারাজ বলি পরিচালিত সুতল লোক থেকে মাতা দেবকীর ছয় সন্তানকে পুনরুদ্ধার করেছিলেন।
* অর্জুন ব্রাহ্মণ পুত্রদের জীবন রক্ষায় ব্যর্থ হওয়ার জন্য আত্মহত্যা করতে উদ্যত হন, তখন তাঁকে রক্ষা করার জন্য তিনি মহাবিষ্ণুর কাছ থেকে মৃত সন্তানকে ফিরিয়ে আনতে অর্জুনকে সহায়তা করেছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের অশ্ব সমূহ এবং সারথীগণের নাম

* যদু সেনাপতিদের মধ্যে সেনাপতি প্রধান হলঃ
* যুযুধান অথবা সাত্যকি।
* সারথির নামঃ দারুক।

চারটি অশ্বের নাম এবং বর্ণঃ

* শৈব্য- ঈষৎ সবুজ। * সুগ্রীব- ঈষৎ ধূসর।
* মেঘপুষ্প- নীলাভ। * বলহক- হালকা নীল মিশ্রণ।

শ্রীকৃষ্ণের আনুষঙ্গিক উপাদান সমূহের নাম কি?

* কৃষ্ণের শঙ্খ- পাঞ্চজন্য * কৃষ্ণের ধনুক- সারঙ্গ
* কৃষ্ণের সভা- কামোদকি

শ্রীকৃষ্ণের কৃপা

* শ্রীমতি রাধারাণী এবং গোপীদের জন্য বাঁশি বাজিয়ে ছিলেন।
* ব্রাহ্মণ স্ত্রী দ্বারা নিবেদিত ভোগ গ্রহণ করেছিলেন।
* বৃন্দাবনের অধিবাসীদের দ্বারা গোবর্ধন পর্বতের পূজা গ্রহণ করেছিলেন।
* যখন তাঁর বয়স আট বছর, তখন তিনি রাসলীলা প্রদর্শন করেছিলেন।
* তাঁর দরিদ্র বন্ধু সুদামাকে সম্মান এবং জড় ঐশ্বয দান করেছিলেন।
* কৃষ্ণ তাঁর বোন সুভদ্রা ও অর্জুনের মধ্যকার ভালবাসার কথা জেনে অর্জুনকে সুভদ্রা হরণে প্ররোচিত করেছিলেন।
* মিথিলার রাজা বহুলাশ্ব এবং শ্রুতদেব নামে একজন ব্রাহ্মণ কৃষ্ণকে ভালবাসা এবং অনুরাগের সাথে সেবা করার পর তিনি তাঁদের মুক্তি দান করেন।

শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি এবং নিত্য সঙ্গী কে?

শ্রীমতি রাধারাণীই কৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি। কৃষ্ণ শ্রীমতি রাধারাণী রূপে বিশেষভাবে বিচ্যুত হয়ে স্বয়ং আনন্দ উপভোগ করেন।

গোলক বৃন্দাবনে শ্রীমতি রাধারাণীর আবির্ভাব

দিব্যলীলাপীঠ গোলোক বৃন্দাবন ধামে রাসমণ্ডল নামে একটি স্থান বিদ্যমান। রাসমণ্ডলে এক দিকে শতশৃঙ্গ নামে একটি পর্বত বিরাজিত। এই শতশৃঙ্গ পর্বতই ভুলোকে গিরি গোবর্ধনরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। বৃন্দাবনে মালতী ও মল্লিকা ফুলের একটি অত্যন্ত মনোহর কানন বিদ্যমান। যাঁর ইচ্ছামাত্রে সব কিছু সংঘটিত হয়, সেই জগৎপতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঐ পুষ্পোদ্যানে একটি সুন্দর রত্নসিংহাসনে বিরাজ করছিলেন। তাঁর চিত্তে লীলাবিলাস উপভোগের বাসনা উদিত হল; আর তাঁর এই লীলানন্দসুখসম্ভোগের অভিলাষ হওয়া মাত্রই তাঁর চিন্ময় শ্রীবিগ্রহের বামভাগ হতে এক পরম রূপশালিনী দেবী আবির্ভূতা হলেন। তিনি ছিলেন সর্বাভরণ-ভূষিতা এবং শুদ্ধ ক্ষৌমবসন পরিহিতা। তপ্তকাঞ্চনকান্তি এই দেবী কোটি চন্দ্রের প্রভার ন্যায় দ্যুতি বিকিরণ করছিলেন। তাঁর অঙ্গপ্রভায় সবকিছু উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। তাঁর স্মিতহাস্য বিভাসিত মুখে মুক্তাধবল মনোহর দন্তপংক্তি শোভা পাচ্ছিল। তাঁর মুখমণ্ডল শরৎকালীন সরোজের সৌন্দর্যকে পরাভূত করছিল। তাঁর গলদেশে শোভিত ছিল মালতী পুষ্পের মালা এবং হীরক-হার। যেহেতু তিনি রাসমণ্ডলে আবির্ভূত হন এবং তৎক্ষণাৎ তিনি শ্রীহরির সেবার্থে পুষ্পচয়নে ধাবিতা হন, সেজন্য তিনি "রাধা" নামে বিদিত হন। "রা" শব্দাংশ রাসমণ্ডলের নির্দেশক এবং

"ধা" শব্দাংশ ধাবমান, অর্থাৎ ধাবিত হওয়াকে নির্দেশ করে। যেহেতু শ্রীমতী রাধিকা রাসমণ্ডলে আবির্ভূতা হন এবং প্রভুকে রমণাভিলাষী দর্শন করে তাঁর প্রতি ধাবিতা হন, সেজন্য তাঁর নাম রাধা।

"রাধা পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ শক্তিমান।
দুই বস্তু ভেদে নাহি শাস্ত্রের প্রমাণ।"
(চৈঃ চঃ ১/৪/৮৩)

পৃথিবীতে শ্রীমতী রাধারাণীর আবির্ভাব প্রসঙ্গে বিভিন্ন শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা দেখা যায়। এর একটি কারণ হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন কল্পে বিভিন্ন রকমের আবির্ভাব ঘটেছে।

গর্গ মুনির কন্যা গার্গীকে পৌর্ণমাসী দেবী শ্রীমতী রাধারাণীর যে আবির্ভাব-তত্ত্ব বলেছিলেন, সেই তত্ত্ব শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর শ্রীললিতমাধব গ্রন্থে বিধৃত করেছেন। এই আবির্ভাব সম্বন্ধে পৌর্ণমাসী বিশদভাবে অবগত ছিলেন, কেননা তিনি ভগবানের সকল লীলাবিলাসের আয়োজন ও ব্যবস্থাপনা করেন। তিনি এই তথ্য কেবল যশোদা মাতা ও রোহিণী দেবীকে জানিয়েছিলেন।

বিন্ধ্য পর্বত বিশালায়তন হিমালয় পর্বতের প্রতি ঈর্শ্বান্বিত ছিল, কারণ হিমালয় পার্বতীকে তাঁর কন্যা হিসাবে পাওয়ায় মহাদেব শিরকে জামাতা হিসাবে লাভ করার সুযোগ পেয়েছিল। বিন্ধ্য পর্বত এজন্য এমন একজন সৌভাগ্যবতী কন্যাকে লাভ করতে চেয়েছিল,

যাঁর স্বামী মহাদেবকেও যুদ্ধে পরাস্ত করতে পারবে, এবং এইভাবে সে রাজেন্দ্র (রাজাধিরাজ) পদ লাভ করতে পারবে। তাঁর এই অভিলাস পুরণের সংকল্প করে বিন্ধ্য পর্বত ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করার জন্য কঠোর তপস্যা করতে থাকে। কিছু কাল পর ব্রহ্মা তাঁর কাছে আবির্ভূত হয়ে তাঁর অভিলাষিত বর প্রার্থনা করতে বলে। কিন্তু "তথাস্ত' বলে বরদানের পর ব্রহ্মা চিন্তা করতে লাগলেন, "এমন কোন ব্যক্তি আছেন যিনি মহাদেবকে যুদ্ধে পরাজিত করতে পারেন? এটি অসম্ভব ...।" কিন্তু বর তিনি ইতিমধ্যেই অনুমোদন করেছেন, সেজন্য তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। তারপর তিনি উপলব্ধি করলেন যে ভুলোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত লীলা সংঘটিত করার সময় সমাগত হয়েছে ঃ কেবল তিনিই মহাদেবকে রণে পরাভূত করতে পারেন। ব্রহ্মা ভাবলেন, "কৃষ্ণের নিত্য লীলাসঙ্গিনী হচ্ছেন শ্রীমতী রাধারাণী। যদি বিন্ধ্য-পর্বত রাধারাণীকে তাঁর কন্যা হিসেবে লাভকরতে পারে, তাহলেই কেবল আমার বর ফলপ্রসূ হতে পারে। কিন্তু কেমন করে সেটা ঘটতে পারে? শ্রীমতী কীর্তিদা রাধারাণীর নিত্য মাতা। কিভাবে বিন্ধ্য তাঁকে কন্যা হিসেবে পেতে পারে?"

তাঁর বর কিভাবে ফলপ্রসূ হবে তা নিয়ে চিন্তান্বিত হয়ে ব্রহ্মা শ্রীমতী রাধারাণীকে পরিতুষ্ট করার জন্য কঠোর তপস্যা শুরু করলেন। যখন তিনি তাঁর প্রতি প্রীত হলেন, তখন ব্রহ্মা তাঁকে বিন্ধ্য পর্বতের কন্যারূপে আবির্ভূত হতে অনুরোধ জানালেন। রাধারাণী সম্মত হলেন, এবং তখন যোগমায়া দেবী ইতিমধ্যেই রাজা বৃষভানু ও

চন্দ্রভানুর স্ত্রী-দ্বয়ের গর্ভে থাকা রাধারাণী ও চন্দ্রাবলীকে বিন্ধ্য পর্বতের স্ত্রীর গর্ভে স্থানান্তরিত করার ব্যবস্থা করলেন। এর ফলে বিন্ধ্য-ভার্যা দুটি পরমা সুন্দরী কন্যার জন্মদান করলেন।

ইতিমধ্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় আবির্ভূত হয়েছিলেন। ভগবানের আদেশে বসুদেব শিশুপুত্র কৃষ্ণকে গোকুলে নিয়ে গেলেন এবং সেখানে যশোদার কাছে রাখলেন, যিনি ইতিমধ্যেই একটি কন্যা সন্তানের জন্ম দান করেছিলেন। বসুদেব কৃষ্ণকে সেখানে রেখে পরিবর্তে ভগবৎ আজ্ঞানুসারে যশোদার কন্যাটিকে নিলেন এবং তাঁকে নিয়ে মথুরার কারাগারে ফিরে এলেন, যেখানে তাঁকে ও দেবকীকে কংস বন্দী করে রেখেছিল।

বিন্ধ্য পর্বতের স্ত্রী দুই কন্যা সন্তানের জন্মদান করলে বিন্ধ্য পর্বত শিশুকন্যা দুটির জন্য সংস্কার অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। দুই কন্যাকে যজ্ঞস্থলে রেখে একজন ব্রাহ্মণ যজ্ঞানুষ্ঠান করছিলেন। গগনচারী পুতনা যজ্ঞস্থলে দুই রূপবতী কন্যাকে দেখতে পেয়ে তৎক্ষণাৎ তাঁদেরকে ভূমি থেকে তুলে নিয়ে আকাশ মার্গে উড়ে পালাতে লাগল। এতে বিন্ধ্যারাজ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে ব্রাহ্মণকে ঐ রাক্ষসীকে মন্ত্রোচারণ দ্বারা হত্যা করতে বললেন। রাজার আদেশে ব্রাহ্মণ মন্ত্রপাঠ করতে লাগলেন, যার ফলে আকাশচারী পুতনা ক্রমশঃ দুর্বলহয়ে পড়তে লাগল। দুই শিশুকন্যাকে ধরে রাখা তাঁর পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ল, এবং তাঁদের একজনকে সে নীচে নদীতে ফেলে দিল। ঐ নদী বিদর্ভ রাজ্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত

হচ্ছিল। বিদর্ভরাজ ভীষ্মক এই কন্যাকে পেয়ে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত তাঁকে নিজের কাছে রাখলেন।

সে সময় জাম্ববান বিন্ধ্য ও গোবর্দ্ধন পর্বতে বাস করছিলেন। বিন্ধ্যরাজের আদেশে জাম্ববান বিদর্ভে গিয়ে সেই কন্যাকে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন। তিনি চন্দ্রাবলী নামে সুবিদিতা হলেন।

পুতনা যখন অপর কন্যাটিকে তাঁর বাহুলগ্না করে নিয়ে উড়ে যাচ্ছিল, মন্ত্র প্রভাবে সে ক্রমশঃ আর শক্তিহীন হয়ে পড়তে লাগল। ব্রজে পৌছানোর পর পুতনা আর চলতে না পেরে ভূমিতে পতিত হল। সেই সময় পৌর্ণমাসী দেবী পুতনার কাছ থেকে ঐ শিশু কন্যাকে নিয়ে মুখরার কাছে অর্পণ করে তাঁকে বললেন, "এই কন্যা তোমার জামাতো বৃষ্ণভানুর সন্তান, সুতরাং তুমি এঁর লালন-পালন করো।"

এইভাবে সেইদিন হতে ঐ কন্যা বৃষ্ণভানু-কন্যা রাধা নামে সুবিদিতা হলেন। পৌর্ণমাসী পুতনার কাছ থেকে আরও পাঁচটি শিশু কন্যাকে উদ্ধার করেন। তাঁরা হচ্ছেন ললিতা, পদ্মা, ভদ্রা, শৈব্যা এবং শ্যামা।

এইভাবে শ্রীমতী রাধারাণী ও চন্দ্রাবলী তাঁদেরনিত্যসহচরী সখীগণ সহ ভুলোকে আবির্ভূতা হলেন। নারদ মুনি এই সংবাদ পৌর্ণমাসীকে প্রদান করেছিলেন।

রাধারাণীর আবির্ভাবের আরেকটি বর্ণনা এই রকমঃ

একবার রাজা বৃষভানু যমুনার জলে নিমজ্জিত হয়ে ভগবানের ধ্যান করছিলেন। সে সময় একটি সহস্রদল কমল জলপ্রবাহে ভাসতে ভাসতে তাঁর দিকে এসে তাঁর শরীরে স্পর্শ করল। যখন তিনি নয়ন উন্মীলন করলেন, তিনি ঐ কমলের মধ্যে শায়িত একটি তপ্তকাঞ্চন বর্ণা শিশু কন্যাকে হাত-পা সঞ্চালন করতে দেখলেন। যেহেতু রাজার কোনো সন্তান ছিল না, সেজন্য এই কন্যাকে পেয়ে তিনি অত্যন্ত খুশী হলেন। তিনি কন্যাটিকে নিয়ে এসে কীর্তিদার কাছে দিলেন। এইভাবে শ্রীমতী রাধারাণী তাঁর নিত্য মাতা-পিতা কীর্তিদা সুন্দরী ও মহারাজ বৃষভানুর ভুলোকের গৃহে আবির্ভূতা হয়েছিলেন।

শ্রীমতী রাধিকার মুখ্য গুণাবলী

অনন্তগুণ শ্রীরাধিকা পঁচিশ প্রধান।
সেই গুণের বশ হয় কৃষ্ণ ভগবানম্॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ২৩/৮৬)

অনুবাদ ঃ "তেমনই, শ্রীমতি রাধারাণীর অনন্ত গুণের মধ্যে পঁচিশটি গুণ প্রধান। শ্রীকৃষ্ণ সেই গুণের বশীভূত।"

১। **মধুরা ঃ** তিনি অত্যন্ত মধুর স্বভাব সম্পন্না।

২। **নব রমা ঃ** যৌবনসম্পন্না। তিনি সর্বদাই নবযৌবন্য সম্পন্না, তারুণ্যময়ী।

৩। **চল-অপাঙ্গ ঃ** চঞ্চল নয়ন বিশিষ্ট; তাঁর নয়নদ্বয় চঞ্চল।

৪। **উজ্জ্বল-স্মিতা ঃ** উজ্জ্বল স্মিতহাস্য শোভিতা; তিনি উজ্জ্বলরূপে স্মিতহাস্য করেন।

৫। **চারু সৌভাগ্যরেখাঢ্যা ঃ** শরীরে সুন্দর, শুভময় রেখাদি রয়েছে।

৬। **গন্ধোন্মোদিত মাধব ঃ** অপূর্ব অঙ্গ সৌরভের দ্বারা মাধবকে উন্মত্ত করবে গুণসম্পন্না। শ্রীরাধা তাঁর অঙ্গ-গন্ধ দ্বারা কৃষ্ণ চিত্তকে আমোদিত করেন।

৭। **সঙ্গীত-প্রসারাভিজ্ঞা ঃ** সঙ্গীত বিস্তারে সুবিজ্ঞা; তিনি সঙ্গীত কলায় অত্যন্ত নিপুনা।

৮। **রম্যবাক্** ঃ মনোরম বাকশৈলী সম্পন্না ; তাঁর কথা অত্যন্ত চিত্তরম্য, সকলের মনোমুগ্ধকর।

৯। **নর্ম-পণ্ডিতা** ঃ পরিহাসে সুনিপুণা; তিনি রঙ্গ-পরিহাসে অত্যন্ত সুপটু এবং তিনি সুন্দর কথা বলায় নিপুণা।

১০। **বিনীতা** ঃ বিনীতস্বভাব সম্পন্না; তিনি অত্যন্ত বিনীতা, নম্র স্বভাব সম্পন্না।

১১। **করুণাপূর্ণ** ঃ করুণাগুণসম্পন্না; তিনি সর্বদাই করুণাময়ী।

১২। **বিদগ্ধা** ঃ রসজ্ঞা; তিনি রসকলায় সুবিজ্ঞা

১৩। **পাটবান্বিতা** ঃ কর্তব্য সম্পাদনে সুনিপুনা; তিনি তাঁর কর্তব্যাদি সম্পাদনে সুদক্ষা।

১৪। **লজ্জাশীলা** ঃ তিনি লজ্জাগুণসম্পন্না।

১৫। **সুমর্যাদা** ঃ মর্যাদা সম্পন্না; তিনি সর্বদাই মর্যাদাভাজন।

১৬। **ধৈর্য** ঃ শান্তস্বভাবা; তিনি সর্বদাই শান্ত, ধৈর্য্যশীলা।

১৭। **গাম্ভীর্যশালিনী** ঃ তিনি সর্বদাই গম্ভীর স্বভাবা।

১৮। **সুবিলাসা** ঃ বিলাসনিপুনা; তিনি জীবনোপভোগে, কলাবিলাসে, সুনিপুণা।

১৯। **মহাভাবা** ঃ মহাভাবপ্রাপ্তা; তিনি প্রেমভাবের সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিতা।

২০। **পরমোৎকর্ষতর্ষিণী গোকুলপ্রেম** ঃ প্রেমের পরাকাষ্ঠায় স্থিতা; তিনি দিব্য প্রেমের সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিতা।

২১। **জগৎশ্রেণীযশা** ঃ যাঁর যশ সর্বজগতে বিস্মৃত; তিনি বিনীতচিত্ত ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা যশস্বিনী।

২২। **গুরুস্নেহা** ঃ যিনি গুরুজনগণের প্রতি স্নেহ প্রীতি সম্পন্না।

২৩। **সখীপ্রণয়াতিবশা** ঃ সহচরী গোপীকাগণের প্রণয়ের বশ; তিনি তাঁর সহচরী সখীবর্গের ভালবাসার অত্যন্ত বশ।

২৪। **কৃষ্ণ প্রিয়াবলী মুখ্যা** ঃ কৃষ্ণপ্রিয়াগণের প্রধানা; তিনি প্রধানা কৃষ্ণ প্রিয়া ব্রজবল্লবী।

২৫। **আশ্রব-কেশব** ঃ কৃষ্ণ যাঁর বশীভূত; তিনি সর্বদাই কৃষ্ণকে তাঁর বশীভূত রাখতে সমর্থা।

শ্রীকৃষ্ণ কত বার নিজেকে বিস্তার করেছিলেন?

* প্রথমত,ভগবান ব্রহ্মা যখন এক বছরের জন্য গো-বালক এবং গোবৎসদের অপহরণ করেছিলেন।
* দ্বিতীয়ত, কৃষ্ণ ১৬,০০০ মহিষীদের ভালবাসা, অনুরাগ এবং আকর্ষণকে সন্তুষ্ট করার জন্য সকলকে একইসাথে বিবাহ করেন।
* তৃতীয়ত, কৃষ্ণ এবং মুনি ঋষিরা উভয় যখন রাজা বহুলাশ্ব এবং শ্রুতদেব ব্রাহ্মণের সাথে একই সময়ে দেখা করেন।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতিদান

* **গোপীদের বস্ত্রহরণ**- দ্রৌপদীকে অপরিমেয় বস্ত্র দান।
* **মাখন চুরি**- ভক্তদের অপরিমেয় খাদ্য প্রদান।
* **গোবর্ধন পর্বত ধারণ**- যদিও কৃষ্ণ ব্রজবাসীদের রক্ষাকারী বালক ছিলেন।
* কৃষ্ণ সুন্দরী গোপীকাদের আকর্ষন করেছিলেন, যদিও তিনি ছিলেন কৃষ্ণবর্ণের।
* কৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে সকল যোদ্ধাদের হত্যা করেছিলেন যদিও তিনি ছিলেন রথের সারথি।

শ্রীকৃষ্ণের পরম শিক্ষা সমূহ

* দুধ প্রথমত গোবৎসদের দিতে হবে এবং পরবর্তীতে মানব সমাজে তা বিতরণ করতে হবে।
* মাখন এবং দই প্রথম শিশুদের মাঝে বিতরণ করতে হবে এবং পরবর্তীতে তা বয়স্কদের মাঝে বিতরণ এবং বিক্রয় করতে হবে।
* তাঁকেই শুধুমাত্র পূজা করতে হবে, দেব-দেবীকে নয়।
* নারীদের সুরক্ষা প্রদান করতে হবে। কৃষ্ণ স্বয়ং হরণকৃত ১৬,০০০ রমনীদের সাথে লীলা করেছিলেন এবং তাদের বিয়ে

করেছিলেন।

কৃষ্ণ তাঁর ভক্তদের সাথে আদান-প্রদান করেন। তিনি রুক্মিনীকে রক্ষা এবং পরবর্তীতে বিবাহের মাধ্যমে তাঁর ভালবাসার মর্যাদা দিয়েছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং যখন দ্বারকায় রাজত্ব করছিলেন, তখন নারদ দ্বারকার বিভিন্ন স্থানে একই সময়ে কি দর্শন করেছিলেন?

* কৃষ্ণ তাঁর নিজ বিছানায় বিশ্রাম করছেন, রুক্মিনী বাতাস করছিলেন।
* কৃষ্ণ সত্যভামার সাথে পাশা খেলছিলেন।
* কৃষ্ণ তাঁর ছোট্ট সন্তানদের আদর করছিলেন।
* কৃষ্ণ বৈরাগ্য প্রদর্শন করছিলেন।
* কৃষ্ণ গরীব দুঃখী এবং ব্রাহ্মণদের ভোজন করাচ্ছিলেন।
* কৃষ্ণ অস্ত্রযুদ্ধ অনুশীলন করছিলেন।
* কৃষ্ণ ঘোড়ায় চড়ছিলেন।
* কৃষ্ণ ভক্তদের পারমার্থিক জ্ঞান প্রদান করছিলেন।
* কৃষ্ণ সরোবরে সাঁতার কাঁটছিলেন।
* কৃষ্ণ তাঁর বন্ধুদের সাথে হাসাহাসি ও আনন্দ উপভোগ করছিলেন।

* কৃষ্ণ জনকল্যাণ মূলক কার্যক্রম সম্পাদন করছিলেন।
* কৃষ্ণ মঠ-মন্দির নির্মাণ কাজ তদারকি করছিলেন।
* কৃষ্ণ বেদ এবং পুরাণ বর্ণনা করছিলেন।
* কৃষ্ণ বয়স্ক এবং বৃদ্ধদের সেবা করছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ কত বার নিজেকে বিস্তার করেছিলেন?

* কৃষ্ণ দুধ চুরি করেছিলেন।
* কৃষ্ণ মাখন চুরি করেছিলেন।
* কৃষ্ণ দধি চুরি করেছিলেন।
* কৃষ্ণ গোপীকাদের বস্ত্র হরণ করেছিলেন।
* কৃষ্ণ গোপীকাদের হৃদয় চুরি করেছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের পরিবার এবং বন্ধুগণ

শ্রীকৃষ্ণ ও রুক্মিনী
↓
প্রদ্যুম্ন ও রুক্ষবতী
↓
অনিরুদ্ধ ও উষা
↓
বজ্র

প্রতিবাহু ⟶ সুবল ⟶ শান্তসেনা ⟶ শতসেনা।
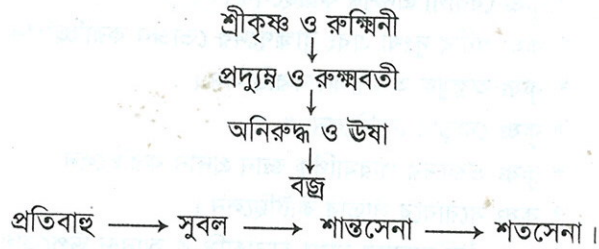
অর্জুনের পরিবার

অর্জুন ও সুভদ্রা ⟶ অভিমন্যু ও উত্তরা ⟶ পরীক্ষিৎ

হাজার হাজার গোপীদের মাঝে শ্রীকৃষ্ণের

* ১৬,১০৮ গোপীরা হল শ্রেষ্ঠ।
* তাদের মধ্যে ১০৮ জন হল অধিক শ্রেষ্ঠ।
* তাদের মধ্যে ৮ জন হল অসাধারণ।
* তাদের মধ্যে ললিতা, বিশাখা, চন্দ্রাবলী এবং রাধারাণী হলেন কৃষ্ণের সবচেয়ে নিকটতর।
* এবং রাধারাণী হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। যিনি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গা শক্তি।

মাতা দেবকীর মৃতছয় সন্তান কারা?

স্বায়ম্ভুব মনুর সময়কালে প্রজাপতি মারিচির স্ত্রীর গর্ভ হতে ছয় সন্তান জন্মেছিল। সেই ছয়জন সন্তান ছিলেন স্বর্গের দেবতা। পরবর্তীতে তাঁরা অভিশপ্ত হয়ে অসুর যোনিতে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর কুলে জন্মগ্রহণ করেন। বিবস্বান মনুর সময়কালে তারা দেবকীর পুত্র হিসাবে জন্মলাভ করেন। পরবর্তীতে রাজা কংসের হাতে মত্যুর পর মহারাজ বলি কর্তৃক পরিচালিত সুতল

নামক ভুবনে পতিত হন। পরবর্তীতে কৃষ্ণই তাদের নবজীবন দান করেন এবং তারা আবার দেবশরীরে উচ্চতর লোকে গমন করেন। সেই ছয়জন পুত্র ছিলেন-

১. স্মর　　২. পতঙ্গ
৩. উদগিথ　　৪. ক্ষুদ্রভ্রি
৫. পরিস্বঙ্গ　　৬. ঘৃণি

শ্রীকৃষ্ণের প্রধান আটজন মহিষী কারা ছিলেন?

* **রুক্মিনী** ছিলেন কৃষ্ণের প্রথম স্ত্রী, যিনি বিদর্ভের রাজা ভীষ্মক এর কন্যা।
* **জাম্ববতী** ছিলেন কৃষ্ণের দ্বিতীয় স্ত্রী যিনি গরিলাদের রাজা জাম্ববান এর কন্যা ছিলেন।
* **সত্যভামা** ছিলেন কৃষ্ণের তৃতীয় স্ত্রী যিনি রাজা সত্রাজিৎ এর কন্যা ছিলেন।
* **কালিন্দী,** যিনি নদীরূপী যমুনার মত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ছিলেন।
* **মিত্রবিন্দা**, বিন্দ এবং অনুবিন্দর বোন ছিলেন।
* **নগ্নজিতি,** কৌশল এর রাজা নগ্নজিৎ এর ষাঁড় গুলোকে পরাস্ত করেছিলেন, তখন তিনি নগ্নজিতীকে জয় করেছিলেন।
* **ভদ্রা** তাঁর ভ্রাতা কর্তৃক কৃষ্ণের কাছে প্রদত্ত হয়েছিলেন।

* **লক্ষণা** তাঁর স্বয়ম্বর সভা থেকে কৃষ্ণ কর্তৃক অপহৃত হয়েছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে তাঁর প্রধান মহিষীদের বিবাহ করেছিলেন?

* রুক্মিনী বিবাহের সময় অপহৃত হয়েছিলেন।
* জাম্ববতী, জাম্ববান কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছিলেন।

সত্যভামা, সত্রাজিৎ কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছিলেন।

* কালিন্দী, তাঁর তপশ্চর্যার জন্য কৃষ্ণ কর্তৃক আকৃষ্ট হয়েছিলেন।
* মিত্রবিন্দা, স্বয়ম্বর সভা থেকে অপহৃত হয়েছিলেন।
* কৃষ্ণ যখন রাজা নগ্নজিৎ এর ষাঁড় গুলোকে পরাস্ত করছিলেন, তখন তিনি নগ্নজিতীকে জয় করেছিলেন।
* ভদ্রা তাঁর ভ্রাতা কর্তৃক কৃষ্ণের কাছেই প্রদত্ত হয়েছিলেন।
* লক্ষণা তাঁর স্বয়ম্বর সভা থেকে কৃষ্ণ কর্তৃক অপহৃত হয়েছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের কতজন পুত্র মহারথি ছিলেন?

তাঁরা ষোলজন ছিলেন এবং তাঁদের নাম ছিল নিম্নরূপঃ

* প্রদ্যুম্ন * দিপ্তীমান * সাম্ব * ভানু * মধু * বৃহদ্ভানু * বৃক * অরুণ * পুষ্কর * বেদবালু * শ্রুতদেব * সুনন্দন * চিত্রবালু * বিরূপ * কবি

রাজসূয় যজ্ঞ কি?

এই পৃথিবী যখন একজন রাজার নিয়ন্ত্রণাধীন থাকেন তখন পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে শাসন কর্তা তাঁর প্রতিনিধিকে পৃথিবীর প্রতিটি দিকে কোন প্রতিদ্বন্দ্বি শাসনকর্তার খোঁজে পাঠান। যদি কোন রাজা ঐ রাজার প্রতি বিরোধিতা করেন, তবে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যদি কেউ সেই রাজার প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করে, তবে তিনি সেই গ্রহে তাঁর আধিপত্য বিস্তারে অগ্রসর হন।

রাজসুয় যজ্ঞের সময় কে কাকে জয় করেছিলেন?

* সহদেব- শ্রীজয়ের সহায়তায় শ্রীলঙ্কাসহ ভারতের দক্ষিণ প্রদেশ (ভারত) পুনর্দখল করেন।
* নকুল- মৎস্যদেশের সহায়তায় পূর্ব-মধ্য এবং মধ্য প্রদেশীয় দেশসহ ভারতের পশ্চিমাংশ পুনর্দখল করেন।
* অর্জুন- কেকৈয় দেশের সহায়তায় মধ্য এশিয়া এবং সাইবেরিয়া সহ ভারতের উত্তরাংশ পুনর্দখল করেন।
* ভীমসেন- মধ্য দেশের সহায়তায় চীন এবং দক্ষিণ এশিয়ার দেশসহ ভারতের পূর্বাংশ পুনর্দখল করেন।

রাজসুয় যজ্ঞে কোন কোন মহান ব্রাহ্মণ ও মুনি-ঋষিগণ উপস্থিত হয়েছিলেন?

ব্যাসদেব, ভরদ্বাজ, গৌতম, বশিষ্ঠ, কণ্ব, বিশ্বামিত্র, সুমতি, পৈল, পরাশর, গর্গ, ক্রতু, জৈমিনি, বিতিহোত্রা, মধুচ্ছন্দা, বীরসেন, অকৃতব্রন, বনদেব, তৃত, মৈত্রেয়, চ্যাবন, বৈশিষ্ঠ, সুমন্তু, বৈশম্পায়ন, অথর্ব, কশ্যপ, ধৌম্য, পরশুরাম, শুক্রাচার্য এবং অশুরি।

রাজসুয় যজ্ঞে কার কি দায়িত্ব ছিল?

* **ভীম**- রন্ধন ও রন্ধনশালা।
* **দুর্যোধন**- কোষাধ্যক্ষ।
* **সহদেব**- অভ্যর্থনা।
* **নকুল**- ভান্ডার রক্ষক।
* **অর্জুন**- বয়োজ্যেষ্ঠদের স্বস্তিময় সেবা।
* **দ্রৌপদী**- অতিথিদের প্রসাদ পরিবেশন।
* **কর্ণ**- দান।
* **শ্রীকৃষ্ণ** - সমস্ত অতিথিদের নিজ হস্তে পদধৌত করেছিলেন।

স্থূল শরীরের উপাদান

*ভূমি *জল *অগ্নি * বায়ু * আকাশ

সূক্ষ্ম শরীরের উপাদান

* মন * বুদ্ধি * অহংকার

জড়া প্রকৃতির গুণ

* **সত্ত্বগুণ** ঃ বিষ্ণু দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান নিয়ন্ত্রক এবং তিনি সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পালন করেন।
* **রজো গুণ** ঃ ব্রহ্মা রজোগুণের দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রধান নিয়ন্ত্রক এবং তিনি নির্দেশ প্রাপ্ত হয়ে এই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন।
* **তমো গুণ** ঃ শিব তমোগুণের নিয়ন্ত্রক এবং তিনি এই ব্রহ্মাণ্ড প্রলয়ের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন।

কোন কোন কর্মগুলো সত্ত্বগুণের?

* যে সমস্ত কর্ম আয়ু, সত্ত্ব, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতি বর্ধনকারী এবং রসযুক্ত, স্নিগ্ধ, স্থায়ী ও মনোরম।
* শাস্ত্রের বিধি অনুসারে কর্তব্য বলে মনে করে এবং কোন ধরণের ফলের আকাঙ্ক্ষা রহিত হয়ে যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়।

* পরমেশ্বর ভগবান, ব্রাহ্মণ, গুরু ও প্রাজ্ঞগণের পূজা এবং শুচিতা, সরলতা, ব্রহ্মচর্য ও অহিংসা-এগুলিকে কায়িক তপস্যা বলা হয়।
* কোন ধরণের জাগতিক লাভের আশা ব্যতীত কেবলমাত্র পরমেশ্বর ভগবানের আনন্দ তপশ্চর্যা অনুষ্ঠান করা উচিত।
* অনুদ্বেগকর, সত্য, প্রিয় অথচ হিতকর বাক্যএবং বৈদিক শাস্ত্র পাঠ করাকে বাচিক তপস্যা বলা হয়।
* চিত্তের প্রসন্নতা, সরলতা, মৌন, আত্মনিগ্রহ ও ব্যবহারে নিষ্কপটতা-এগুলিকে মানসিক তপস্যা বলা হয়।
* দান করা কর্তব্য মনে করে প্রত্যুপকারের আশা না করে উপযুক্ত স্থানে, উপযুক্ত সময়ে এবং উপযুক্ত পাত্রে দান করা।
* ফলের কামনা শূন্য ও আসক্তি রহিত হয়ে রাগ ও দ্বেষ বর্জন পূর্বক নিত্য কর্ম সম্পাদন করা।
* সমস্ত জড় আসক্তি থেকে মুক্ত, অহংকার শূন্য, ধৃতি ও উৎসাহ সমন্বিত এবং সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্বিকার হয়ে কর্তব্য পালন করা।
* যে বুদ্ধির দ্বারা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, কার্য ও অকার্য, ভয় ও অভয়, বন্ধন ও মুক্তি-এই সকলের পার্থক্য জানতে পারা যায়।

যে সুখ প্রথমে বিষের মতো কিন্তু পরিণামে অমৃত তুল্য এবং যে জ্ঞান কাউকে আত্মজ্ঞান লাভে সাহায্য করে।

কোন কোন কর্মগুলো রজো গুণের?

* যে সমস্ত আহার অতি তিক্ত, অতি অম্ল, অতি লবণাক্ত, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ, অতি শুষ্ক, অতি প্রদাহকর এবং দুঃখ, শোক ও রোগপ্রদ।
* কিছু জাগতিক ফল লাভের জন্য কিংবা দম্ভ প্রকাশের জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা।
* শ্রদ্ধা, সম্মান ও পূজা লাভের আশায় দম্ভ সহকারে যে তপস্যা করা হয়।
* যে দান প্রত্যুপকারের আশা করে কিংবা ফল লাভের উদ্দেশ্যে এবং অনুতাপ সহকারে করা হয়।
* ফলের আকাঙ্ক্ষা যুক্ত হয়ে বহুকষ্টসাধ্য কর্ম করা।
* যে বুদ্ধির দ্বারা ধর্ম ও অধর্ম, কার্য ও অকার্য আদির পার্থক্য সম্যক রূপে জানতে পারা যায় না।
* যে ব্যক্তি ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত ধর্ম, অর্থ ও কামকে ধারণ করে।
* বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগের ফলে যে সুখ প্রথমে অমৃতের মতো এবং পরিণামে বিষের মতো অনুভূত হয়।

কোন কোন কর্মগুলো তমে গুণের?

* আহারের এক প্রহরের রান্না করা খাদ্য, যা নিরস, দুর্গন্ধযুক্ত, বাসী এবং অপরের উচ্ছিষ্ট দ্রব্য ও অমেধ্য দ্রব্য।
* শাস্ত্রবিধি বর্জিত, প্রসাদান্ন বিতরণহীন, মন্ত্রহীন দক্ষিণাবিহীন ও শ্রদ্ধারহিত যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা হয়।
* মূঢ়োচিত আগ্রহের দ্বারা নিজেকে কষ্ট দিয়ে অথবা অপরের বিনাশের জন্য তপস্যা করা হয়।
* অশুচি স্থানে, অশুভ সময়ে, অযোগ্য পাত্রে, অনাদরে এবং অবজ্ঞা সহকারে দান করা।
* অনুচিত কার্য প্রিয়, জড় চেষ্টাযুক্ত, অনম্র, শঠ, অন্যের অবমাননাকারী, অলস, বিষাদযুক্ত ও দীর্ঘসূত্রী হয়ে কর্তব্য পালন করা।
* যে বুদ্ধি অধর্মকে ধর্ম এবং সমস্ত বস্তুকে বিপরীত বলে মনে করে।
* যে ব্যক্তি স্বপ্ন, ভয়, শোক, বিষাদ, মদ আদিকে ত্যাগ করে না।
* যে সুখ প্রথমে ও শেষে আত্মার মোহজনক এবং যা নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ থেকে উৎপন্ন হয়।

একজন ব্যক্তি কি ধরণের জাগতিক সম্পদ প্রত্যাশা করে?

* খুব সুন্দর একটি পরিবার। * খুব রূপবান/রূপবতী।
* অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী। * উচ্চ শিক্ষিত।
* সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী/ অধিকারীনি।

জীবের উপলব্ধির পাঁচটি ধাপ কি কি?

* অন্নময়-খাদ্য, বাতাস এবং জল।
* প্রাণময়-নিরাপত্তা এবং নির্বিঘ্নতা।
* মনোময়-মানসিক জল্পনা-কল্পনা।
* বিজ্ঞানময়-জ্ঞান অর্জন।
* আনন্দময়-ভক্তির মাধ্যমে চরম সুখ।

আটটি জ্ঞানেন্দ্রিয় কি কি?

স্থূল জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলো হলঃ

* চোখ * কান * নাক * জিভ * ত্বক

সূক্ষ্ম জ্ঞানেন্দ্রিয় ঃ

* মন * বুদ্ধি * অহংকার।

ষড় তাড়নাগুলো কি কি?

* রোগ * শোক * মায়া * ক্ষুধা * মৃত্যু * তৃষ্ণা।

দেহের সাতটি স্তর কি কি?

* চর্ম * মাংস * হাড় * মাংসপেশী * মজ্জা * চর্বি * শুক্র।

দেহের নয়টি দ্বার কি কি?

* দুইটি চক্ষু * দুইটি কর্ণ * উপস্থ
* দুইটি নাসান্দ্রিয় *মুখ * পায়ু।

দেহের মধ্যে অবস্থিত বায়ু গুলো কি কি?

* প্রাণ * অপান * সমান * উদান * ব্যান

নরকের তিনটি দ্বার কি?

*কাম * ক্রোধ * লোভ

জড় জীবনের চারটি আকাঙ্ক্ষা কি?

ধর্ম- ন্যায় পরায়ণতা এবং ধর্ম।
অর্থ- নিজের এবং সমাজের জন্য অর্থ।
কাম- বাসনা এবং ইন্দ্রিয় তৃপ্তি।
মোক্ষ- জন্ম এবং মৃত্যু থেকে মুক্তি।

পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় হল-

* বাক * পাণি *পাদ * পায়ু * উপস্থ্ ।

ইন্দ্রিয়ের পাঁচটি বিষয় হল-

* রূপ * রস * শব্দ * গন্ধ * স্পর্শ

ছয়টি পারস্পরিক ক্রিয়া কি কি?

* চেতনা * বাসনা * সুখ * দৃঢ় বিশ্বাস * বিদ্বেষ * দুঃখ।

জীবের চারটি জড় দুঃখ কি কি?

জন্ম- জন্ম গ্রহণ করা।

মৃত্যু- মারা যাওয়া।

জরা - বৃদ্ধ হওয়া।

ব্যাধি- রোগগ্রস্থ হওয়া।

সাধারণ মানুষের চারটি ত্রুটি কি কি?

ভ্রম- ভুল করার প্রবণতা।

প্রমাদ- মোহগ্রস্থ হওয়া।

বিপ্রলিপ্সা- অন্যকে প্রতারণা করার চেষ্টা।

করনাপাটব- ত্রুটিপূর্ণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সীমিত।

ছয় প্রকার শত্রু কারা?

*যে বিষ প্রয়োগ করে।

* যে ঘরে আগুন লাগায়।

* যে মারাত্মক অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করে।

* যে ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে।

*যে অন্যের জমি দখল করে।

* যে অপরের স্ত্রীকে হরণ করে।

দেহের ছয়টি পরিবর্তন কি কি?

* জন্ম * বৃদ্ধি * সন্তান-সন্ততি সৃষ্টি

* স্থিতি * ক্ষয় * মৃত্যু।

বদ্ধ জীবের চারটি কর্ম কি কি?

* আহার * নিদ্রা * ভয় * মৈথুন

বদ্ধ জীবের চারটি পাপ কি কি?

* মাংসাহার * নেশা * অবৈধ সঙ্গ * দ্যুত ক্রীড়া

বস্তু সৃষ্টির ক্রম কি?

আকাশ- বায়ু- আগুন- জল- মাটি

কিভাবে একজন মায়ার বন্ধনে পতিত হয়?
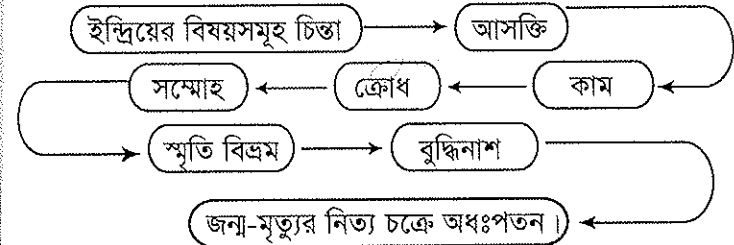
শ্রীকৃষ্ণকে কি সুখী করতে পারে?

একাগ্র ও অপরাধবিহীনভাবে যত বার সম্ভব হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করা।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।

কোন কোন জিনিস শ্রীকৃষ্ণ গ্রহণ করেন?

কৃষ্ণ বলেছেন "যে বিশুদ্ধ চিত্ত নিষ্কাম ভক্ত ভক্তি সহকারে আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল ও জল অর্পন করেন, সেই ভক্তিপ্লুত উপহার আমি প্রীতি সহকারে গ্রহণ করি।"। (ভঃগীঃ৯/২৬)

পত্রম্- পাতা

পুষ্পম্- ফুল

ফলম-ফল

তোয়ম- জল

ভক্তিবিহীন পাঁচটি দর্শন কি কি?

* **মায়াবাদী ঃ** শংকরাচার্য-নির্বিশেষ ব্রহ্মে বিশ্বাস এবং জগৎ মিথ্যা।
* **মীমাংসা ঃ** জৈমিনি-পূণ্যকর্মে বিশ্বাস।
* **সাংখ্যবাদ ঃ** কপিল-জগৎ হল মায়া-এই বিশ্বাস।
* **বৌদ্ধবাদ ঃ** গৌতম বুদ্ধ - জগৎ শূন্য এবং নির্বাণ লাভের চেষ্টা।
* **পরমাণুবাদ ঃ** কনাদ- জগৎকে পরমাণুর সমন্বয় বলে বিশ্বাস করা।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় শ্রীকৃষ্ণের চরম উপদেশ কি?

* শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন- হে কৌন্তেয়! তুমি দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা কর যে, আমার ভক্তের কখনও বিনাশ হয় না। (ভগবদগীতা-৯/৩১)

* মৃত্যুর সময়ে যিনি আমাকে স্মরণ করে দেহত্যাগ করেন তিনি তৎক্ষণাৎ আমার ভাবই প্রাপ্ত হন। এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। (ভগদগীতা ৮.৫)
* যিনি শ্রদ্ধা সহকারে মদ্‌গত চিত্তে আমার ভজনা করেন, তিনিই সবচেয়ে অন্তরঙ্গভাবে আমার সঙ্গে যুক্ত এবং তিনিই সমস্ত যোগীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। (ভগবদ্‌গীতা ৬,৪৭)
* সর্বপ্রকার ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। তুমি কোন শোক করোনা। (ভগবদ্‌গীতা ১.৬৬)
* যদি আমি কোন ভক্তকে বিশেষ কৃপা করি এবং তার বিশেষ ভাবে যত্ন নিই, তাহলে প্রথমে আমি তার সমস্ত জড় ঐশ্বর্যহরণ করি।
* যখন আমার ভক্ত সমস্ত প্রকার জড় ঐশ্বর্য থেকে বঞ্চিত হয় তখন সে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও পরিবারের আমার পাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করে।
* আর যিনি এই পবিত্র কথোপকথন অধ্যয়ন করবেন, তাঁর সেই জ্ঞান যজ্ঞের দ্বারা আমি পূজিত হব এবং শ্রদ্ধাবান ও অসুয়ারহিত যে মানুষ গীতা শ্রবণ করেন, তিনিও পাপমুক্ত হয়ে পূণ্য কর্মকারীদের মত উচ্চতর লোকসমূহ লাভ করেন। (ভগবদ্‌গীতা ১৮.৭০. ৭১)
* যদি কোন অভক্ত ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে এবং বেদ অধ্যয়নে খুব দক্ষ হয়, তথাপি তিনি আমার প্রিয় নন। আর যদি

কোন ঐকান্তিক ভক্ত নীচ কুলোদ্ভুত চন্ডাল কুলে জন্মগ্রহণ করে, সে আমার পরম প্রিয়। এই ধরণের শুদ্ধ ভক্ত দান লাভের যোগ্য এবং সে আমার মত পূজনীয়। (চৈতন্য চরিতামৃত)

কত ধরণের যোগপন্থা রয়েছে?

* **ভক্তিযোগ-** ভক্তিমূলক সেবা
* **জ্ঞানযোগ-** জ্ঞানের অন্বেষণ।
* **ধ্যানযোগ-** ধ্যান
* **কর্মযোগ-** কর্তব্য কর্ম সম্পাদন।

বেদ এবং উপনিষদ হিসেবে কোন শাস্ত্রগুলো অনুমোদিত হয়েছে?

* ঋগবেদ * সামবেদ * যজুর্বেদ * অথর্ববেদ * রামায়ণ
* মহাভারত * শ্রীমদ্ ভাগতম * শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ
* ব্রহ্ম সংহিতা * বিষ্ণু পুরাণ * গরুড় পুরাণ * কঠোপনিষদ।

সাতজন মাতা কে কে?

* প্রকৃত জন্মদায়িনী মা * গুরুপত্নী * রাজপত্নী
* ব্রাহ্মণ পত্নী * গাভী * ধাত্রী * ধরিত্রী।

ব্রাহ্মণের নয়টি গুণাবলী কিকি?

* অন্তঃইন্দ্রিয়ের সংযম * বহিঃইন্দ্রিয়ের সংযম
* তপস্যা * শুচিতা * সহিষ্ণুতা * সরলতা
* শাস্ত্রীয় জ্ঞান * তত্ত্ব-উপলব্ধি * ধর্মপরায়নতা

একজন ব্যক্তি কোন কোনভাবে শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসতে পারেন?

যিনি শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরত্ব না জেনে তাঁকে ভালবাসেন -শান্ত রস।
যিনি পরম প্রভু রূপে কৃষ্ণকে ভালবাসেন-দাস্য রস।
যিনি পরম বন্ধুরূপে কৃষ্ণকে ভালবাসেন-সখ্য রস।
যিনি শ্রীকৃষ্ণকে সবচেয়ে আদরের সন্তান রূপে ভালবাসেন -বাৎসল্যরস।
এবং যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেমিকরূপে কৃষ্ণকে ভালবাসেন -মাধুর্য রস।

বর্ণাশ্রম প্রথা কি?

বর্ণ-স্বাভাবিকভাবে সমাজে চারটি ভাগে বিভক্ত।
সেগুলো হল ঃ
* **ব্রাহ্মণ** - বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন শ্রেণী।

* **ক্ষত্রিয়** - শাসক শ্রেণী।
* **বৈশ্য** - ব্যবসায়িক শ্রেণী।
* **শুদ্র** - শ্রমিক শ্রেণী।

আশ্রম-সমাজে মানুষ চার প্রকারে অবস্থান করেন

যেগুলো হল ঃ

ব্রহ্মচর্য - কৌমার্য জীবন। **গৃহস্থ** - বিবাহিত জীবন।

বানপ্রস্থ - অবসর জীবন। **সন্ন্যাস** - জীবনে ত্যাগের স্তর।

ভক্তির নয়টিঅঙ্গ কি কি?

শ্রবণম্ - শ্রবণ করা (শুনা)

কীর্তনম্ - জপ করা।

স্মরণম্ - স্মরণ করা।

পাদ-সেবনম্ - শ্রী পাদ-পদ্মের সেবা করা।

অর্চনম্ - পূজা করা।

বন্দনম্ - প্রার্থনা করা।

দাস্যম্ - সেবা নিবেদন করা।

সখ্যম্ - বন্ধুত্ব।

আত্ম-নিবেদনম্ - নিজেকে আত্ম-সমর্পণকরা।

বৈষ্ণব তিলকের তেরটি অবস্থান কোথায় এবং তাদের সংকেতের প্রতিনিধি কে কে?

* ললাটে - কেশব
* উদরে - নারায়ণ
* বক্ষস্থলে - মাধব
* কণ্ঠে - গোবিন্দ
* দক্ষিণ পার্শ্বে - শ্রীবিষ্ণু
* দক্ষিণ বাহুতে- মধুসূদন
* দক্ষিণ স্কন্ধে - ত্রিবিক্রম
* বাম পার্শ্বে - বামন
* বাম বাহুতে - শ্রীধর
* বাম স্কন্ধে - হৃষীকেশ
* পৃষ্ঠে - পদ্মনাভ
* কটিতে - দামোদর
* তিলক প্রক্ষালিত জল মস্তকে - বাসুদেবায়

দৈবী প্রকৃতির গুণাবলীগুলো কি কি?

* ভয়শূণ্যতা * দান * আত্ম-সংযম * তপস্যা * দৃঢ়তা
* পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও ভদ্রতা * শিষ্টাচার * সরলতা

* অহিংসা * সত্যবাদিতা * বৈরাগ্য * শাস্ত্র * উৎসাহ
* ক্ষমাপরায়ণতা * দৃঢ় প্রতিজ্ঞা * সত্ত্বার পবিত্রতা
* আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অনুশীলন * যজ্ঞ সম্পাদন
* বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন * ক্রোধ শূণ্যতা
* অন্যের দোষ দর্শন না করা
* সমস্ত জীবে দয়া * লোভহীনতা * মাৎসর্য শূন্যতা
* অভিমান শূন্যতা।

আসুরিক ভাবাপন্ন ব্যক্তিদের গুণাবলী কি কি?

* দম্ভ * দর্প * অহমিকা * অপরিচ্ছন্ন কর্ম * মিথ্যাবাদিতা * অতৃপ্ত কাম * ক্রোধ *কটুতা * অজ্ঞানতা * মিথ্যা অহংকার*মিথ্যা প্রতিপত্তি *ক্রুদ্ধ হওয়া * মায়াগ্রস্থ * আত্ম প্রসন্ন * নির্লজ্জ* সম্পদের দ্বারা প্রতারণা করা * জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে অজ্ঞানতা * অভদ্র আচরণ * জগৎকে মিথ্যা ও অবাস্তব মনে করা* জগৎ ভগবান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়* যৌন বাসনা দ্বারা জগতের সৃষ্টি হয়েছে * অস্থায়ী বস্তুর দ্বারা আকৃষ্ট * ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের দ্বারা আকৃষ্ট * অবৈধ উপায়ে অর্থ উপার্জন *দুশ্চিন্তার কারণে হতবুদ্ধি * শারীরিক এবং মানসিক শক্তির মধ্যে আনন্দ উপভোগ * অনুপকারী, অনৈতিক এবং ভয়ংকর কর্মের দ্বারা পৃথিবী ধ্বংসে লিপ্ত

*যজ্ঞের নিয়ম-কানুন অনুসরণ করে না * পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি হিংসা ভাবাপন্ন* প্রকৃত ধর্মের নিন্দা করা। (সনাতন ধর্ম)

সিদ্ধি গুলো কি কি? (যোগের পূর্ণতা)

মহিমা সিদ্ধি- একজন খুব বড় হতে পারে।
অনিমা সিদ্ধি - একজন খুব ক্ষুদ্র হতে পারে।
লঘিমা সিদ্ধি - একজন খুব হালকা হতে পারে।
প্রাপ্তি সিদ্ধি- একজনযা চায় তা প্রাপ্ত হয়।
ঈশিতা সিদ্ধি- ইচ্ছা অনুসারে আবির্ভূত ও দূরীভূত হতে পারে।
প্রাকাম্য সিদ্ধি- এর দ্বারা মনের যে কোন বাসনা পূর্ণ করা যায়।
কামবশায়িতা- এর দ্বারা প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
বশিতা সিদ্ধি - যে কাউকে প্রভাবিত করতে পারে।

ব্রহ্মচারীর চারটি প্রকারভেদ কি কি?

সাবিত্র- যিনি তিন বছর যাবৎ ব্রহ্মচর্য রক্ষা করেছেন।
প্রজাপত্য- যিনি এক বছর যাবৎ ব্রহ্মচর্য রক্ষা করছেন।
ব্রহ্ম- যিনি শিক্ষা জীবনের শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য রক্ষা করছেন।
নৈষ্ঠিক- যিনি সারা জীবন ধরে ব্রহ্মচর্য রক্ষা করছেন।

প্রধান বৈষ্ণব সম্প্রদায়গুলো কি কি?
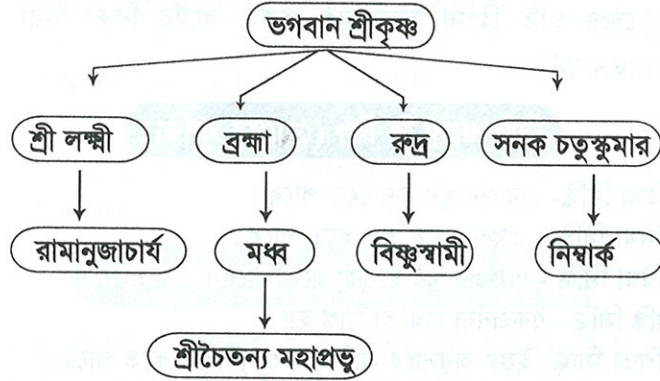
ভগবদ্‌গীতার ৫টি বিষয় কি?

* **ঈশ্বর**-পরম নিয়ন্তা।

* **জীব**-বদ্ধ জীবাত্মা।

* **প্রকৃতি**-জড়া প্রকৃতি।

* **কর্ম**-কাজ।

* **কাল**-শাশ্বত সময়।
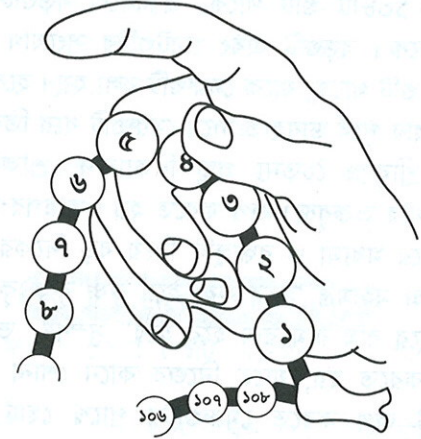
মন্ত্র ধ্যানের কৌশল

জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ। (৩ বার)

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। (১০৮ বার)

প্রধানত ঃ তুলসী গাছ দিয়ে জপমালা তৈরী করা হয়। নিম অথবা বেলগাছ দিয়েও জপমালা বানানো যায়। ডান হাতে ধরে জপ করতে হয়।

জপ মালায় ১০৮টি গুটি থাকে, একদিকে বড়গুটি অন্য দিকে ছোটগুটি থাকে। বড়গুটি এবং ছোটগুটির সংযোগ স্থলে একটি ঘটের মতো গুটি থাকে, যাকে মেরুগুটি বলা হয়। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ শুরু করার পূর্বে ডানহাত দিয়ে মেরুগুটি ধরে তিনবার পঞ্চতত্ত্ব মন্ত্র (জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ) জপ করতে হয়। তারপর তর্জনী অঙ্গুলী স্পর্শ না করে মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে বড় দিকের প্রথম গুটিটি ধরে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে" সুস্পষ্ট ভাবে উচ্চারণ করে জপ করতে হয়, যাতে নিজের কানে শোনা যায়। এরপর দ্বিতীয় গুটি জপ করতে মেরুগুটির পার্শ্বে ছোট গুটির কাছে পৌঁছবেন। পুনরায় মেরুগুটি ধরে পঞ্চতত্ত্ব মন্ত্র বলতে হবে। এখন আপনার এক মালা জপ হয়ে গেল। পুনরায় যখন মালা শুরু করবেন তখন মালাটা ঘুরিয়ে নিয়ে ছোটগুটির দিকটি সামনে আনতে হবে এবং ছোট দিকের প্রথম গুটিটি ধরে পূর্বের মতো হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে করতে ছোট থেকে বড়গুটির দিকে এগোবেন,মনে রাখবেন একটি গুটিতে যতক্ষণ পুরো হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ না হচ্ছে ততক্ষণ দ্বিতীয় গুটিতে এগোবেন না। এইভাবে আপনি প্রতিদিন এক, দুই, চার, আট অথবা ষোল মালা জপ করতে পারেন। নিয়মিত নির্দিষ্ট সংখ্যক বারজপ অভ্যাস করার

পর কারও সেই সংখ্যা কমানো উচিত নয় বরং প্রতিদিন কমপক্ষে ১৬ মালা জপ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর উচিত মালার সংখ্যা বৃদ্ধি করা। জপমালা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্যবহার করতে হয়। মালাকে জপ থলের মধ্যে রাখবেন। থলেটি ময়লা হলে সাবান বা পাউডার দিয়ে ধুয়ে দেবেন। জপমালা নিয়ে বাথরুমে প্রবেশ করবেন না।
এই কলিযুগের একমাত্র কার্যকরী মন্ত্রধ্যান হচ্ছে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করা।

হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপের পদ্ধতি

শ্রীল প্রভুপাদ জপের ক্ষেত্রে চারটি নিয়মের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।
১। ভোরে জপ ২। পূর্ণ মনোনিবেশ ৩। স্পষ্ট উচ্চারণ ৪। মনোযোগ সহকারে শ্রবণ।
জপ করা উচিত ভোর বেলায়, পূর্ণ মনোনিবেশ সহকারে, বিশেষতঃ ব্রাহ্মমুহূর্তের সময়ে। মন্ত্রের শব্দ তরঙ্গের প্রতি পূর্ণরূপে মনোসংযোগ কর। প্রতিটি নাম পৃথক ও স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করে জপ কর। ধীরে ধীরে স্বাভাবিকভাবেই জপে দ্রুততা আসবে। জপ দ্রুত করার জন্য অধীর হওয়ার প্রয়োজন নাই, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, শ্রবণ (শ্রীল প্রভুপাদ পত্রাবলী ৬/১/৭২)।

শ্রীল প্রভুপাদ বলেন -

ভগবদ্ভক্ত কেবল মানব সমাজেরই কল্যাণ সাধন করেন না, তিনি

সমস্ত জীবের কল্যাণ সাধন করেন। হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্ত্তন করার ফলে, সকলেই পারমার্থিক সুফল লাভ করতে পারে। যখন হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের চিন্ময় শব্দ তরঙ্গ ধ্বনিত হয়, তখন পশু-পাখি, কীটপতঙ্গ এমনকি গাছ পালাও লাভবান হয়। এইভাবে কেউ যখন উচ্চস্বরে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্ত্তন করেন, তখন তিনি সমস্ত জীবের প্রতি প্রকৃত দয়া প্রদর্শন করেন। (ভাগবত ৪/৩১/১৯ তাৎপর্য)।

কেউ যখন ভক্তিমার্গে যথার্থ উন্নতি সাধন করেন এবং তার অতি প্রিয় ভগবানের দিব্য নাম কীর্ত্তন করে আনন্দমগ্ন হন, তখন তিনি উচ্ছ্বসিত চিত্তে উচ্চস্বরে ভগবানের নাম কীর্ত্তন করতে থাকেন, তিনি কখনো হাঁসেন, কখনো কাঁদেন এবং কখনো উন্মাদের মতো নৃত্য করেন। বাহিরের লোকেরা কে কি বলছেন সে সম্বন্ধে তখন তার কোন জ্ঞান থাকেনা। (শ্রীল প্রভুপাদ প্রবচন ১০/২/৬৬)

শ্রীল প্রভুপাদ নিজে মৃদুস্বরে বা উচ্চস্বরে জপ করা পছন্দ করতেন। ঠিক যেমন তার জপের বাণীবদ্ধ টেপে বিশেষতঃ 'ঠিক করে বস' (সিট প্রোপারলি) টেপটিতে শোনা যায়। শ্রীল প্রভুপাদ বলেন, "মহান আচার্যবর্গকে আমাদের অনুসরণ করতে হবে। হরিদাস ঠাকুর উচ্চস্বরে জপ করতেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু উচ্চস্বরে জপ করতেন। তাহলে আর কত প্রমান চাও? আমার গুরু মহারাজ উচ্চস্বরে জপ করতেন। আমরাও উচ্চস্বরে জপ করছি।" (শ্রীল প্রভুপাদ প্রবচন ১০/১১/৭০)

উন্নততর জপের জন্য ৮টি নিয়ম

নিয়মগুলো শুরু হয়েছে জপের সাধারণ ও মূল বাহ্যিক ব্যবস্থাগুলো দিয়ে। শেষ হয়েছে যথার্থ মনোভাব ও ধ্যান পন্থায়। যে কেউ এ ৮টি নিয়ম অনুসরণ করলে, নিশ্চিতভাবে তার জপের মান উন্নত হবে এবং শ্রীনাম থেকে আনন্দদায়ক ফল লাভ করতে পারবেন।

❶ পূর্ব রাত্রি-রাত্রিতে অন্ন এবং অন্যান্য ভারি আহার বর্জন করুন। দুধ,ফল প্রভৃতি সরল খাবার গ্রহণ করুন। এতে রাত্রে ভাল ঘুম হবে। অনায়াসে ভোরে মনোযোগ সহকারে জপের পূর্ণ শক্তি লাভ করা যাবে। পূর্ব রাত্রিতে সংকল্প করুন "আগামী কাল ভোরে আমি গভীর একাগ্রতা ও সঠিক ভাবানুভূতি সহকারে শ্রীনাম জপ করবো।"

❷ স্থান, কাল, মন- খুব ভোরে জপ শুরু করুন। ভক্ত সঙ্গে, তুলসী দেবীর সামনে, বিগ্রহের সামনে অথবা কোন নিভৃতস্থানে গুরু ও পরম্পরা, ষড়গোস্বামী, পঞ্চতত্ত্বের প্রনাম মন্ত্র আবৃত্তি করে তাদের কৃপা প্রার্থনা করুন। হরিদাস ঠাকুরকে স্মরণ করে তার কৃপা প্রার্থনা করুন। জপ শুরুর পূর্বে ও জপের সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকম আবৃত্তি করতে পারেন। বিশেষ করে 'তৃনাদপি সুনীচেন' শ্লোকটি আবৃত্তি করুন।

❸ জপ পদ্ধতি- (ক) ঠিকভাবে বসুন, সঠিক বসার ভঙ্গি মনকে স্থির ও শান্ত করে।

(খ) নিরবচ্ছিন্নভাবে জপ করুন। একবার লসএঞ্জেলেসে শিষ্যগণ

শ্রীল প্রভুপাদকে জিজ্ঞাসা করেছিল- কি তাকে সবচেয়ে বেশী খুশী করবে। "একবারে বসে বিরামহীনভাবে ১৬ মালা জপ কর" উত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন।

(গ) সু-স্পষ্ট ও পৃথক পৃথকভাবে দিব্য নাম উচ্চারণে মনোযোগ দিন।

❹ একাগ্রতা-সমস্ত চিন্তা একটি বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করুন, শব্দ তরঙ্গ শ্রবণে মনোযোগ দিন।

❺ মনকে সংযত করুন- (ক) মন যখন অন্য কিছুর প্রতি ধাবিত হবে তখন সচেতনভাবে তাকে প্রত্যাহার করে সঠিক লক্ষ্যে নিয়োজিত করুন। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, এক ঘন্টা ধ্যান অভ্যাসের পর তমগুণ ও নিদ্রা ধ্যানকারীকে আক্রমন করে। যদি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েন তাহলে তা দূর করার জন্য একটু উচ্চস্বরে জপ করুন, পায়চারি করে জপ করুন, না হলে চোখে, মুখে ঠান্ডা জল দিন।

(খ) গত দিন, গত সপ্তাহ কিংবা গত বছরের ঘটনা স্মরণ করার প্রবণতা বন্ধ করুন। মন পাখি দুটি ডানায় ভর করে উড়েঃ অতীত ও ভবিষ্যত। ডানা দুটি কেটে দিন। কেবল মনোসংযোগ করুন এখানে "শ্রবণ-জপ-স্মরণ/প্রীতি-সেবা, শরণ।"

"নিদ্রিত অতীতকে বিস্মৃত হও, ভবিষ্যতের স্বপ্ন আর দর্শন করো না। কেবল যে সময় তুমি এখন পেয়েছ, সে বর্তমানের সদ্ব্যবহার কর- তোমার উন্নতি লাভ সুনিশ্চিত।" (শরণাগতি, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর)

(গ) আজ কি কি করণীয়- জপের সময় তার পরিকল্পনা বন্ধ করুন। যদি বার বার বিষয়গুলো চলে আসে, তাহলে জপ বন্ধ করে কাগজে বিষয়গুলো লিখে ফেলুন, তার পর প্রশান্তচিত্তে আবার জপ

শুরু করুন।

❻ চারটি গুণ আত্মস্থ করুন- শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকমে যে চারটি গুণের উপদেশ দেওয়া হয়েছে, মনকে সে গুণগুলিতে পূর্ণ করার চেষ্টা করুনঃ দৈন্য, সহিষ্ণুতা, মানশূন্যতা, মানদাতৃত্ব।

❼ ধ্যান-জপের সময় রাধা শ্যামের রূপের ধ্যানে চিত্ত নিমগ্ন করুন অথবা নামের অর্থ অনুচিন্তন করতে থাকুন।

❽ মনোভাব-কৃষ্ণের প্রতি ব্যগ্র আকুলতা, কৃষ্ণপ্রাপ্তির উদ্‌গ্রীব আকাঙ্খা ও কৃষ্ণের প্রতি সক্রন্দন অনুনয়ের ভাব নিয়ে জপ করুন। এই মহামন্ত্র কীর্ত্তন ঠিক একটি শিশু তার মায়ের জন্য ক্রন্দন করার মতো। (আত্মজ্ঞান লাভের পন্থা) অবশ্য কৃত্রিমভাবে এটা করা উচিত নয়। কিন্তু নিশ্চিত থাকুন যে, শ্রীকৃষ্ণ একজন বিনম্রচিত্ত ভক্তের অন্তরোৎসারিত অসহায় ও সানুতাপ ক্রন্দনের অবশ্যই প্রত্যুত্তর দেবেন।

কিভাবে বুঝবেন, আপনি ভাল জপ করছেন?

ভাল জপের একটি লক্ষন হচ্ছে, জপ শেষ হবার পর আরো জপ করার ইচ্ছা জাগে। কারণ জপের সময় এ চমৎকার স্বাদ পাওয়া যায়। শেষ মালা জপ করার পর আমার জপ থলি রাখলে, যদি আমি মুক্তির স্বাদ লাভ করি, তাহলে বুঝতে হবে আমি ভাল জপ করিনি। ভাল জপ সর্বদা আরো বেশি জপ করার রুচি উৎপাদন করে। প্রভুপাদ বলেছিলেন, ১৬ মালা হচ্ছে সর্বনিম্ন, নিরন্তর জপ করাই হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য। (জপ মেডিটেশন, ধনুর্ধর স্বামী)

কীর্ত্তন বাণ (Kirtana Arrow)

শ্রীমদ্ভাগবতমে এই কীর্ত্তন বাণের সাদৃশ্যটি ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে ঃ মহামন্ত্রটি হচ্ছে ধনুক, শুদ্ধাত্মা হচ্ছে বাণ এবং লক্ষ্য কেন্দ্র হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান। (ভাঃ ৭/১৫/৪২)

পাঁচ ধরনের কীর্ত্তন বাণ রয়েছে

যার দ্বারা ভক্তের হৃদয়ে হরিনামের পূর্ণ স্বরূপ প্রকাশিত হয়।

১। **Alignment** (এক রেখাকীকরণ)

পূর্ণ মনোযোগ অর্জনের জন্য দেহ, মন ও হৃদয়কে একত্রীভূত করুন বৈষ্ণব অপরাধ থেকে দূরে থাকুন।

২। **Relationship** (সম্বন্ধ স্থাপন)

শ্রীমতী রাধারাণী ও শ্রীকৃষ্ণের সহিত আপনার নিত্য সম্পর্কের ব্যাপারে সচেতন হয়ে আপনার ভজনকে সিক্ত করুন।

৩। **Rendering Service** (সেবা সম্পাদন)

আপনার জপসাধনকে স্বতঃস্ফূর্ত সেবার মনোভাব নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের চরণে অর্পণ করুন। ভক্তসঙ্গে হরিনাম মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করুন।

৪। **Opening the Heart** (হৃদয়ের গ্রন্থি খোলা)

গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যে বিরহ ও স্পৃহার ভাব নিয়ে কীর্ত্তন করতেন সেই ভাবটি অনুভব করুন। অকৃত্রিম ভক্তিভাব নিয়ে আপনার জপসাধনাকে পরিপূর্ণ করুন।

৫। **Welcoming the Diving Gift** (দিব্য আর্শীবাদকে স্বাগত জানানো)

আত্মসমর্পণের ভাব অবলম্বন করুন এবং ধৈর্য্যের সহিত শ্রীনামপ্রভুর কাছ থেকে এই দিব্য আর্শীবাদের জন্য অপেক্ষা করুন।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

শ্রীমতী রাধিকার চরণকমল

দক্ষিণ চরণ

১. শঙ্খ
২. পর্বত
৩. রথ
৪. মীন
৫. গদা
৬. বেদী
৭. রত্নকুণ্ডল
৮. শক্তি

বাম চরণ

৯. যবশষ্য
১০. চক্র
১১. ছত্র
১২. কঙ্কন
১৩. উর্দ্ধরেখা
১৪. পদ্ম
১৫. ধ্বজ
১৬. পুষ্প
১৭. পল্লব
১৮. অর্ধচন্দ্র
১৯. অঙ্কুশ